SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Special Issue, (December) 2025

ন্যায়দর্শনে শব্দপ্রমাণ ও জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP): জ্ঞান-সংরক্ষণ, প্রামাণ্যতা ও শিক্ষকের ভূমিকা

Chandrarekha Mahata
Ph. D. Scholar, Dept. Of Sanskrit
Midnapore College Research Centre in Humanities & Social Science
Midnapore, Paschim Medinipur, West Bengal, India
Email: chandearekha343@gmail.com

Abstract: ভারতীয় দর্শনচিন্তার দীর্ঘ পরম্পরায় 'ন্যায়দর্শন' বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই ন্যায়শাস্ত্র হল "প্রদীপঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্"। যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা বা তর্কের পদ্ধতি তথা প্রমাণ নিরূপণ করাই হল ন্যায়দর্শনের প্রধান কাজ। ন্যায় দর্শন মোক্ষশাস্ত্র নামেও পরিচিত। জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রমাণতত্ত্বের ক্ষেত্রে ন্যায়দর্শনের বিশ্লেষণ অত্যন্ত সুসংহত, যুক্তিপূর্ণ এবং পদ্ধতিবদ্ধ। অন্যদিকে, জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP-2020) আধুনিক ভারতীয় শিক্ষায় যে নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, তার মূল লক্ষ্য হলো— জ্ঞানসংরক্ষণ, ভারতীয় জ্ঞানপদ্ধতির পুনরুজ্জীবন (IKS), শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (Critical Thinking) বৃদ্ধি ও শিক্ষককে 'জ্ঞান-উৎস' হিসেবে মর্যাদা প্রদান। এই ক্ষেত্রে ন্যায়দর্শনের শব্দপ্রমাণ (Śabda-pramāṇa) বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কারণ— শব্দপ্রমাণ মূলত আপ্ত-বাক্য, অর্থাৎ বিশ্বস্ত শিক্ষক বা জ্ঞানীর বাণীকে জ্ঞানলাভের উপায় বলে গ্রহণ করা হয়। বৈদিক পরম্পরায় এই শব্দই চিরন্তন জ্ঞানবাহক। আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক, গ্রন্থ, প্রামাণ্য উৎস, তথ্যভিত্তিক শিক্ষণ সবই শব্দপ্রমাণের আধুনিক রূপ। IKS-এর আলোকে মৌখিক পরম্পরা, শাস্ত্র, স্মৃতি, মহাকাব্য সবই শব্দজ্ঞান নির্ভর। NEP-এই জ্ঞানভাণ্ডারকে নতুনভাবে শিক্ষাপদ্ধতিতে সমন্বিত করতে চায়। সেই জন্য ন্যায়দর্শনের শব্দপ্রমাণ NEP-এর জ্ঞান-দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই গবেষণাপত্রে ন্যায়দর্শনের শব্দপ্রমাণের ব্যাখ্যা, উপাদান, প্রামাণ্যতা, ভারতীয় মৌখিক পরম্পরায় শব্দের ভূমিকা, IKS-এর সঙ্গে তার যুক্তি এবং আধুনিক শিক্ষানীতি NEP-এর সঙ্গে তার কার্যকর সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচিত।

Keywords: ন্যায়দর্শন, শব্দপ্রমাণ, জাতীয় শিক্ষানীতি–২০২০, আপ্ত, ভারতীয় জ্ঞানপদ্ধতি।

ন্যায়দর্শনে জ্ঞানলাভের পরম্পরা : প্রমাণতত্ত্বের ভিত্তি—

ন্যায়দর্শনের মতে— "প্রমিতিঃ প্রমাণফলম্"[1] অর্থাৎ, যে জ্ঞান নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রমা বলা হয়। আর প্রমার করন অর্থাৎ প্রমা উৎপাদনকারী উপায়ই প্রমাণ। ভাষ্যকার তাঁর ভাষ্যে প্রমাণের লক্ষণে বলেছেল— "প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্"[2]। তর্কসংগ্রহকার তাঁর গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন— প্রমাকরণং প্রমাণম্'। ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্টও বলেছেন— তস্য স্বপ্রমেয়াব্যভিচারিত্বঃ নাম প্রামাণ্যম্।

মহর্ষি গৌতম এই প্রমাণের বিভাগ প্রসঙ্গে বলেছেন— প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চার প্রকার প্রমাণ তিনি স্বীকার করেছেন। এই প্রমাণগুলির মধ্যে শব্দপ্রমাণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ—মনুষ্য সমাজে জ্ঞান পরিবহণ, শিক্ষালাভ, শাস্ত্রচর্চা, ঐতিহ্য-সংরক্ষণ সবই মূলত শব্দের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ বা অনুমান সীমিত, কিন্তু শব্দ-বিশেষত 'আপ্তবাক্য'-দীর্ঘকাল যাবৎ জ্ঞানধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

শব্দপ্রমাণ : সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি—

ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে— "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ"[3] অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যই শব্দপ্রমাণ। আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বসনীয় ব্যক্তি এবং উপদেশ অর্থাৎ উপদিষ্ট জ্ঞান। মহর্ষি গৌতম বলেছেন—আপ্ত সেই ব্যক্তি যিনি সত্যবাদী, পক্ষপাতহীন, ইন্দ্রীয়জ, অনুমানজ, শাস্ত্রবদ্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ও অন্যকে শুদ্ধ জ্ঞান দান করতে চান। শিক্ষাবিদ্যার পরিভাষায় এই 'আপ্ত'ই হলেন আদর্শ শিক্ষক। NEP-এ শিক্ষককে "prime knowledge-giver" ও "guide" হিসেবে গ্রহণ করে, যা

ন্যায়দর্শনের আপ্ত ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

শব্দদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়— তা প্রত্যক্ষ নয়, অনুমানও নয়, বরং বিশ্বস্ত উৎসের বাক্যনির্ভর। শব্দের বিভাগ প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম বলেছেন— স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ। দৃষ্টার্থ অর্থাৎ পৌরুষেয় শব্দ যা মানবোচ্চারিত (শিক্ষক, পণ্ডিত, বৈদিক ব্যাখ্যাকার, সমাজজ্ঞ) এবং অদৃষ্টার্থ অর্থাৎ আপৌরুষেয় শব্দ যা ঈশ্বরপ্রণীত অর্থাৎ বৈদিক শব্দ। NEP ও IKS-এর ক্ষেত্রে পৌরুষেয় শব্দ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক, পাঠ্যগ্রন্থ, জ্ঞানী—এরা জ্ঞানসংরক্ষণের আধার।

শব্দের তিনটি অংশ— প্রথমত বাক্য বা ধ্বনি-সমষ্টি, দ্বিতীয়ত অর্থ অর্থাৎ যার দিকে বাক্য নির্দেশ করে, তৃতীয়ত তাৎপর্য যা উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট বা বক্তার মনোভাব প্রকাশ করে।NEP-এর ভাষা-শিক্ষণ নীতি ও Multilingual Education-এর সঙ্গে এটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্যতা : ন্যায়দর্শনের দৃষ্টিতে—

ন্যায়দর্শনে শব্দকে স্বাধীন প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ তখনই প্রমাণ— যখন বক্তা 'আপ্ত', যখন বাক্য-সংগঠন যুক্তিসঙ্গত, যখন শ্রোতা সঠিক ভাষাজ্ঞান ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ, শব্দের প্রামাণ্যতা বক্তা, বাক্য ও গ্রাহকের উপর নির্ভর করে। এটি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে "Communication theory", "Validation of Knowledge Source" এবং "Teacher credibility"-এর সাথে সংজ্ঞতিপূর্ণ।

পৌরুষেয় শব্দের প্রামাণ্যতা—

গুরু-শিষ্য পরম্পরা, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, কাহিনি, লোকজ জ্ঞান—সবই পৌরুষেয় শব্দ। নৈয়ায়িক মতে যদি বক্তা জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, সত্যবাদী ও পক্ষপাতহীন হন—তবে তাঁর বাক্য জ্ঞানপ্রদ। আজকের NEP-এ প্রত্যেক শিক্ষককে এই মাপকাঠিতে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- Factual knowledge, Evidence-based teaching, Transparent communication, Student-centric guidance. এগুলো ন্যায়ের 'আপ্ত'-ধারণার আধুনিক প্রতিরূপ।

IKS (Indian Knowledge System)-এ শব্দের প্রাধান্য:

মৌখিক পরম্পরা থেকে শিক্ষাতত্ত্ব ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরা আদিকাল থেকে মূলত মৌখিক (oral tradition)। "শ্রুতি"—শব্দশ্রুতি—ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তি। IKS মূলত চার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে— 1. শ্রুতি অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞান 2. স্মৃতি অর্থাৎ ঐতিহাসিক-সামাজিক জ্ঞান 3. লোকজ জ্ঞান ও প্রয়োগমুখী বিজ্ঞান 4. গুরু-শিষ্য পরম্পরা। এই চারটিই 'শব্দ'-নির্ভর। তাই, IKS বাস্তবায়নে শব্দপ্রমাণ অপরিহার্য।

বৈদিক ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানব্যবস্থা : শব্দের এক অনুপম উদাহরণ—

বৈদিক মন্ত্রগুলো ধ্বনি ও স্বরের নিখুঁত রূপে সংরক্ষিত হয়েছে। তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে— "শব্দঃ নিত্যঃ"[4] অর্থাৎ শব্দ ধ্বনি-রূপে অনাদি, চিরন্তন। এই ধ্বনি আধুনিক অডিও-সংরক্ষণ, জ্ঞান-ডিজিটাইজেশন এবং Archival Studies-এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

NEP-2020 ও শব্দপ্রমাণ:

NEP-এর প্রধান লক্ষ্যগুলির একটি— "ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।" আর সেই জ্ঞানব্যবস্থার মূল ভিত্তি 'শব্দজ্ঞান'। NEP-এ শব্দপ্রমাণের প্রতিফলন দেখা যায় শিক্ষককে জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ, মৌখিক Tradition-কে পুনর্গঠন, প্রামাণ্য গ্রন্থের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম নির্মাণ। NEP অনুযায়ী-প্রাচীন শাস্ত্র, জ্ঞানসম্পদ, কাহিনী, লোকজ জ্ঞান, মৌখিক ঐতিহ্য, সবই শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে— শ্রুতিনির্ভর জ্ঞান অপরিহার্য। এই চিরন্তন শ্রুতি-ভিত্তিক সংস্কৃতিই শব্দপ্রমাণের তাত্ত্বিক শক্তি। শব্দপ্রমাণের কেন্দ্রবিন্দু হলো— 'আপ্ত' অর্থাৎ শিক্ষক ও তাঁর উপদেশ। ন্যায় মতে তিনিই আদর্শ শিক্ষক যিনি সৎউপদেশ প্রদানকারী, পক্ষপাতহীনভাবে সত্যাসত্য বিচারে সক্ষম, শাস্ত্রজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। NEP-এর Teacher Education Framework এ ঠিক এই গুণগুলোকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

NEP-এর দৃষ্টিতে শিক্ষক কীভাবে 'আপ্ত' হবেন—

NEP নির্দেশ দিয়েছে— শিক্ষককের Content Competency থাকতে হবে, Pedagogical Training আবশ্যক, Critical Thinking শেখাতে পারদর্শী হতে হবে, নীতিগতভাবে দৃঢ় ও নৈতিকভাবে স্বচ্ছ হতে হবে। এই চারটি গুণই ন্যায়দর্শনের আপ্তের শর্ত।

ন্যায়দর্শনে শব্দপ্রমাণ ও জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP):

ডিজিটাল যুগে শব্দপ্রমাণ

প্রযুক্তির উৎকর্ষ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন কোর্স, ভিডিও লেকচার, ই-বুক, মডার্ন MOOCs—all এই মাধ্যমগুলি শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞান সরাসরি পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু ন্যায়দর্শনের শব্দ প্রমাণেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত—

1. Accessibility: প্রাচীন শাস্ত্র, বৈদিক পাঠ্য এবং গুরুপরম্পরা ডিজিটাল মাধ্যমে সহজলভ্য।
2. Knowledge Preservation: মৌখিক জ্ঞান ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ করা যায়।
3. Interactive Learning: Online seminars, discussion forums, video conferencing—শ্রোতা শিক্ষার্থীকে কার্যকরভাবে জ্ঞান গ্রহণ করতে সহায়তা করে।
4. 4Multimedia Integration: ধ্বনি, ছবি, গ্রাফ, animation—শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য আরও স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছায়।

NEP-2020 বাস্তবায়ন এবং শব্দপ্রমাণের প্রাসঙ্গিকতা—

NEP-2020-এর বিভিন্ন দিক—যেমন multidisciplinary education, experiential learning, competency-based learning, teacher empowerment—সরাসরি শব্দপ্রমাণের দার্শনিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই শব্দপ্রমাণের মূল উদ্দেশ্যই হলো Knowledge transmission অর্থাৎ জ্ঞান সংরক্ষণ এবং প্রজন্মান্তরে সঠিকভাবে স্থানান্তর। NEP-এ শিক্ষার্থীকে conceptual understanding ও critical thinking শেখানোর সবথেকে উপযুক্ত মাধ্যম শব্দ। শিক্ষক বা গুরু এখানে শব্দপ্রমাণের আধুনিক প্রতিরূপ।

NEP-এ শিক্ষার্থীদের একাধিক শাস্ত্র ও ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। যেমন—শব্দপ্রমাণের নৈয়ায়িক প্রমাণ ভিত্তিক approach—scientific reasoning, ethics, cultural knowledge, language skills-সব ক্ষেত্রে কার্যকর।

উদাহরণ স্বরূপ: আয়ুর্বেদ + পরিবেশ বিজ্ঞান + গণিত + সাহিত্য→ শিক্ষার্থীকে holistic knowledge প্রদান করে।

Experiential learning—শব্দপ্রমাণ শুধু শ্রবণ নয়, বরং শিক্ষার্থীকে active participation, discussion, debate, practice মাধ্যমে শেখায়। NEP-এ hands-on learning, field study, project-based learning শব্দপ্রমাণের আধুনিক রূপ।

Guru–Shishya মডেল: আধুনিক শিক্ষায় প্রয়োগ—

ন্যায়দর্শনের শব্দপ্রমাণের মূল ভিত্তি হলো গুরু–শিষ্য পরম্পরা। NEP-এ শিক্ষকের ভূমিকা শুধু তথ্য সরবরাহ নয়, শিক্ষার্থীর Mentor, Guide, Facilitator হওয়া।

1. Teacher (Apta) = Knowledge source, ethical guide.
2. Student = Active listener, critical thinker, application-ready learner.
3. Communication = Personalized, context-aware, discussion-oriented.
4. Feedback loop = Ensures understanding & correction of misconceptions

আধুনিক প্রয়োগ

- Online mentoring + classroom discussions.

- Peer learning & collaborative projects.
- Adaptive learning systems guided by teacher.
- Continuous assessment & reflection.

ন্যায়দর্শনের শব্দপ্রমাণ আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী মডেলের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। NEP-2020 এ Multidisciplinary Education লক্ষ্য—একাধিক শাস্ত্র ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগ। শব্দপ্রমাণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থী- Classical Knowledge (Shastra), Local Knowledge (Folk, Indigenous), Modern Scientific Knowledge একত্রিতভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম।

উদাহরণ

1. আয়ুর্বেদ + Modern Medicine → holistic health education
2. Sanskrit literature + Environmental science → traditional ecological knowledge
3. Logic (Nyaya) + Computer science → AI reasoning & algorithmic thinking

এভাবে শব্দপ্রমাণ শিক্ষার্থীর contextual understanding, cross-disciplinary reasoning বৃদ্ধি করে।

শব্দপ্রমাণের আধার হল শিক্ষক। NEP অনুযায়ী—

1. Teacher = Knowledge generator, mentor, facilitator
2. Ensures authenticity & accuracy
3. Integrates oral tradition with digital resources
4. Fosters critical thinking, creativity, ethical reasoning
5. Guides self-directed & experiential learning

ন্যায়দর্শনের শব্দপ্রমাণ—প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও শিক্ষার একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। এটি শুধুমাত্র জ্ঞানলাভের মাধ্যম নয়, বরং শিক্ষকের মর্যাদা, শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ, এবং সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার গুণমান নিশ্চিত করে। শব্দপ্রমাণ সত্য ও বিশ্বস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। NEP-2020 এর Teacher Education, Multidisciplinary Education, Experiential Learning—all শব্দপ্রমাণের আধুনিক রূপ।Guru–Shishya মডেল আজকের শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষায় পুনর্জীবিত। ডিজিটাল যুগে শব্দপ্রমাণ সংরক্ষণ ও ব্যবহার এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

অতএব, ন্যায়দর্শনের শব্দপ্রমাণ IKS-এর পুনরুজ্জীবন ও NEP-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য।

Endnotes

1. তর্কবাগীশ, ফনিভুষণ, ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড), বাৎস্যায়ন ভাষ্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, ২০১৪, পৃ. ২৯।
2. তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, ন্যায়দর্শন(১ম খণ্ড), বাৎস্যায়ন ভাষ্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, বিধান সরণী, কলকাতা -৭০০০০৬, ২০১৪, পৃ.১।
3. ঝা, ড. মহেশ,ন্যয়সূত্রম্, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ আফিস, বারাণসী, ২০১৩,পৃ. ৫৭।
4. ত্রিপাঠী, শ্রী যদুপতি, তর্কসংগ্রহঃ, বি.এন.পাবলিকেশন্, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১০, পৃ. ১৪৭।

Bibliography

- কর, স্ত্রী গঙ্গাধর, শ্রীকেশরমিশ্রবির চিকা তর্কভাষা (১ম খণ্ড), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা -৩২, ২০১৩।
- গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র, সটীকা তর্কসংগ্রহ অধ্যাগনাসহিতঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-০৬, ১৪২৫।

- ঝা, মহেশ, ন্যায়সূত্রম্, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ আফিস, বারাণসী, ২০১৩।
- ঘোষ, শ্রী নীপক, ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা, সংস্কৃত বুক ভাণ্ডার, কলকাতা-০৬, ২০০৩।
- তর্কবাগীশ, ফনিভুষণ, ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড), বাৎস্যায়ন ভাষ্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, ২০১৪।
- তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, ন্যায়দর্শন (২য় খণ্ড), বাৎস্যায়ন ভাষ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, কলকাতা-৭৩, ২০১৫।
- মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা, তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৫, ২০১৫।
- সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, কলকাতা-৭৩, ২০১৪।
- AICTE & Ministry of Education. National Education Policy (NEP).
- Matilal, B.K. Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge.
- Mukherjee, S. Indian Knowledge Systems and Pedagogy.
- Sharma, R.K. Guru–Shishya Parampara in Modern Education.

———